তারিখ 08 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

আখাউড়ার দক্ষিণ মনিয়ন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষককে বেত নিয়ে সহকর্মীর তাড়া!

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ▷

দুই শিক্ষকের মধ্যে হাতাহাতি হওয়ার পাশাপাশি প্রধান শিক্ষককে বেত নিয়ে সহকারী শিক্ষক তাড়া করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার দক্ষিণ মনিয়ন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গতকাল মঙ্গলবার সকালে। কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ে ছুটে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনার সাক্ষ্য নেওয়া হয় বিদ্যালয়ে উপস্থিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের। এ ঘটনায় বিদ্যালয়ে পাঠদান প্রায় আড়াই ঘণ্টা ব্যাহত হয়।

সূত্র জানায়, প্রধান শিক্ষক মাহমুদা আক্তার সময় মেনে বিদ্যালয়ে আসেন না বলে অভিযোগ ওঠে। তিনি তাঁর স্বামী প্রভাষক মো. হাফিজুর রহমানের মোটরসাইকেলে করে প্রায়ই সকাল ১০টা-১১টার দিকে আসেন ও ১টা-২টার মধ্যে চলে যান। উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে এ জন্য তাঁকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। গত সোমবার ও গতকাল মঙ্গলবার বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সুরমা বেগম বিদ্যালয়ে দেরিতে এলে এর কারণ জানতে চান প্রধান শিক্ষক। কিন্তু প্রধান শিক্ষক নিজেও দেরিতে আসেন অভিযোগ তুললে এ নিয়ে দুজনের মধ্যে বিতণ্ডা হয়। হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে সুরমা বেগম বেত নিয়ে প্রধান শিক্ষককে তাড়া করলে তিনি দৌড়ে অন্যত্র সরে গিয়ে রক্ষা পান।

খবর পেয়ে আখাউড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল আলীম রানা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। তিনি সব শিক্ষককে ভর্ৎসনা করেন। বলেন, এখন থেকে বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার সময় যেন প্রত্যেক শিক্ষক তাঁকে (শিক্ষা কর্মকর্তা) ফোন দেন; কেউ ছুটি নিতে চাইলেও সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। বিদ্যালয়ে পড়ালেখার মান খারাপ হওয়াসহ বিভিন্ন কারণে আগামী জানুয়ারিতে বিদ্যালয়ে থাকা সাত নারী শিক্ষককেই বদলি করে দেওয়া হবে বলে তিনি ঘোষণা দেন।

অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধান শিক্ষক মাহমুদা আক্তার জানান, অফিশিয়াল কাজ থাকলে কখনো তিনি দেরিতে আসেন কিংবা কখনো ছুটির আগেই চলে যেতে হয়। দুই দিন ধরে দেরিতে আসার কারণ জানতে চাইলে সুরমা বেগম হামলা করেন বলে অভিযোগ করেন প্রধান শিক্ষক।

সুরমা বেগম বলেন, 'প্রধান শিক্ষক কখনোই সময়মতো স্কুলে আসেন না। আমি এর প্রতিবাদ করি। ছেলের জেএসসি পরীক্ষা থাকায় আজ (গতকাল) আমি দেরিতে আসব বলে আগের দিনই বলে রাখি। এর পরও তিনি আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন।'

মনিয়ন্দ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. আপেল মিয়া বলেন, 'প্রধান শিক্ষক বেশির ভাগ সময়ই সময়মতো আসেন না। বিদ্যালয়ের পড়াশোনার মানও নাজুক। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন বলে আশা করছি।' গতকাল বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে বলে তিনিও নিশ্চিত করেন।

শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল আলীম রানা জানান, গতকালের ঘটনা সম্পর্কে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষকের কাছ থেকে লিখিত সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, 'বিদ্যালয়টিতে দীর্ঘদিন ধরেই নানা সমস্যা চলছে। সমস্যাগুলো কাটাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'